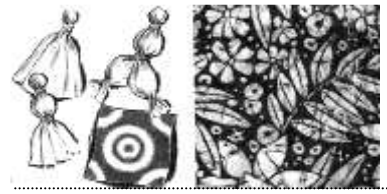

ষষ্ঠদশ অধ্যায়
বস্ত্র ছাপা ও রংকরণ

বিষয়-সংক্ষেপ

বস্ত্রশিল্পে ছাপা ও রংকরণ একটি গুরবত্বপূর্ণ বিষয়। কারখানায় যখন বস্ত্র প্রস্তুত করা হয় তখন তাকে গ্রে ফেব্রিক বলে। এরূ প বস্ত্র সাধারণত বাজারে ছাড়া হয় না। এরূ প বস্ত্রকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ছাপা ও রংকরণের পর বাজারজাত করা হয়। এতে করে বস্ত্রের আকর্ষণ ৰমতা ও ব্যবহার উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। বরক, বাটিক, স্ক্রিন, স্টেনসিল, রোলার ইত্যাদি পদ্ধতিতে বস্ত্রে ছাপার কাজ করা হয়। আর রংকরণের ৰেত্রে সম্পূর্ণ কাপড়টি রঙের দ্রবণে ডুবিয়ে সব জায়গায় সমানভাবে রং লাগিয়ে দেয়া হয়। তাছাড়া টাইডাই পদ্ধতিতে সুকৌশলে কাপড়টি বেঁধে রঙের দ্রবণে ডুবালে সুন্দর নকশা ফুটে ওঠে।

অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. বস্ত্র ছাপার ইতিহাসে প্রথম ব্যবহৃত কৌশল কোনটি?
ক স্ক্রিন　খ স্টেনসিল
● বরক　ঘ রোলার

২. বরক ছাপায় কী কী উপকরণ দরকার?
ক ব্রাশ, পেন্সিল　খ রং, সূঁচ ও সুতা
● রং, প্রিন্টিং, টেবিল　ঘ কালার ট্রে ও আর্ট পেপার

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুমনা তার ঈদের জামাটিতে বরক ছাপা করবে বলে ১″ পুরব বাবলা কাঠ বাছাই করল। এবং নিম্নের রঙের মিশ্রণ তৈরি করল। এরপর ইচ্ছামতো নকশা করার জন্য কাজ শুরব করল। কিন্তু ছাপার মান আশানুরূ প হলো না।

প্রবসিয়ান রং	: ৬%
ফুটন্ত গরম পানি	: ১০%
গলানো গাম	: ৬২%
খাবার সোডা	: ৩%

৩. মিশ্রণটির ত্রবটি কোথায়?
ক প্রবসিয়ান রঙের পরিমাণে
● ফুটন্ত গরম পানির পরিমাণে
গ গলানো গামের পরিমাণে
ঘ খাবার সোডার পরিমাণে

৪. ছাপার মান আশানুরূ প না হওয়ার কারণ কী?
i. রঙের মিশ্রণে ত্রবটি থাকা
ii. কাঠ নির্বাচনে ত্রবটি থাকা
iii. বরক তৈরিতে ত্রবটি থাকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii　● i ও iii
গ ii ও iii　ঘ i, ii ও iii

অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

পাঠ-১ : বস্ত্র ছাপা

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫. কারখানায় যখন বস্ত্র প্রস্তুত করা হয় তখন তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক বরক　খ প্রিন্টিং
● গ্রে ফেব্রিক　ঘ টাইডাই

৬. বস্ত্রের আকর্ষণ ৰমতা বৃদ্ধি পায় কীভাবে? (অনুধাবন)
ক তৈরি করার মাধ্যমে　খ বাজারজাত করার মাধ্যমে
● ছাপা ও রংকরণের মাধ্যমে　ঘ পরিধান করার মাধ্যমে

৭. বস্ত্র শিল্পে প্রিন্টিং গুরবত্বপূর্ণ কেন? (অনুধাবন)
ক বস্ত্র টেকসই করতে　● বস্ত্র আকর্ষণীয় করতে
গ বস্ত্র নমনীয় করতে　ঘ বস্ত্র রঙিন করতে

৮. রংকরণের ৰেত্রে সম্পূর্ণ কাপড়টি রঙের দ্রবণে ডুবানো হয়। এর যথার্থতা নিরূ পণে কী বলা যায়? (উচ্চতর দৰতা)
ক কাপড়কে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তোলা
● সব জায়গায় সমানভাবে রং লাগিয়ে দেওয়া
গ সঠিক পদ্ধতিতে কাপড়ে রং প্রয়োগ করা
ঘ কাপড়ের নকশাকে রবচিশীল করা

৯. বস্ত্রকে আকর্ষণীয় করে কোনটি? (অনুধাবন)
[সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
ক রং　খ দাগ
গ চিত্র　● ছাপা

১০. যখন সম্পূর্ণ বস্ত্রকে ধারাবাহিকভাবে একই বর্ণে, একই গাঢ়ত্বে সমভাবে রঞ্জিত করে তোলা হয় তখন তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
● রং করা　খ ছাপা
গ টাইডাই করা　ঘ বরক করা

১১. যখন বস্ত্রের নির্দিষ্ট স্থানে এক বা একাধিক বর্ণের সমারোহ ঘটিয়ে বস্ত্রটিকে ফুটিয়ে তোলা হয় তখন তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক টাইডাই　খ বাটিক করা
● ছাপা　ঘ রং করা

১২. বস্ত্র রংকরণের ৰেত্রে বস্ত্রটিকে উত্তপ্ত দ্রবণে নিমজ্জিত করার যথার্থ কারণ কী? (উচ্চতর দৰতা)
ক রং যেন দানাদার না হয়
খ দ্রবণের ঘনত্ব বৃদ্ধি করার জন্য
গ নির্দিষ্ট স্থানে রং লাগানোর জন্য
● বস্ত্রের সব জায়গায় সমানভাবে রং লাগার জন্য

১৩. বস্ত্র ছাপার বেলায় কোন ঘনত্বের রং ব্যবহার করা হয়? (অনুধাবন)
[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমি অ্যান্ড কলেজ, গাজীপুর]
ক কম ঘনত্ব　● বেশি ঘনত্ব

ⓖ মধ্যম ঘনত্ব ⓘ সাধারণ ঘনত্ব

১৪. বস্ত্র ছাপার ৰেত্রে রং লাগানোর পর বস্ত্রটি শুকিয়ে তাপ প্রয়োগ করা হয় কেন? (অনুধাবন)

ⓚ রং উজ্জ্বল করার জন্য
ⓚ ভালোভাবে শুকাবার জন্য
ⓖ রঙের গুণগত মান ঠিক থাকার জন্য
● রংকে নির্দিষ্ট জায়গায় অনুপ্রবেশ ঘটাবার জন্য

১৫. ছাপার কাজে যে যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় তা রংকরণের ৰেত্রে ব্যবহৃত হয় না। এর যৌক্তিক কারণ কোনটি? (উচ্চতর দৰতা)

● প্রণালি ভিন্ন ⓚ রং ভিন্ন
ⓖ নকশা ভিন্ন ⓘ কাপড় ভিন্ন

১৬. বস্ত্র ছাপা ও রংকরণের ৰেত্রে মূল উপকরণ কী? (জ্ঞান)

ⓚ রোলার মেশিন ⓚ তুলি
ⓖ চিত্র ● রং

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ----------//

১৭. বস্ত্র বিভিন্ন পদ্ধতিতে ছাপা ও রং করা হয়, এতে বস্ত্রের– (অনুধাবন)
[সাতৰীরা সরকারি মাধ্যমিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

i. কর্মৰমতা হ্রাস পায়
ii. আকর্ষণ ৰমতা বৃদ্ধি পায়
iii. ব্যবহার উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৮. বস্ত্রের ছাপার কাজ করার জন্য লিমা ব্যবহার করতে পারবে– (প্রয়োগ)

i. বরক পদ্ধতি
ii. বাটিক পদ্ধতি
iii. স্টেনসিল পদ্ধতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯. বস্ত্র ছাপা ও ও রংকরণ উভয় ৰেত্রেই প্রক্রিয়া শুরব করার আগে– (অনুধাবন)

i. বস্ত্রের মাড় দূর করে নিতে হয়
ii. বস্ত্র ধুয়ে নিতে হয়
iii. বস্ত্র ইস্ত্রি করে নিতে হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০. রং যেসব ৰেত্রে মূল উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে– (অনুধাবন)

i. বস্ত্র ছাপা
ii. বস্ত্র রংকরণ
iii. বস্ত্র প্রস্তুতকরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২১. রঙের সাহায্যে বস্ত্রকে আকর্ষণীয় করা যায়– (অনুধাবন)

i. বাটিক পদ্ধতিতে
ii. টাইডাই পদ্ধতিতে
iii. বরক ছাপা পদ্ধতিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

পাঠ ২–৩ : বণ্টক ছাপা

◘ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর----------//

২২. বস্ত্র ছাপার ৰেত্রে সর্বপ্রথম কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল? (জ্ঞান)
[বি.কে.জি.সি. সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]

● বরক ⓚ রোলার
ⓖ স্ক্রিন ⓘ স্টেনসিল

২৩. কাঠের বরকগুলো কত ইঞ্চি পুরব হতে হয়? (জ্ঞান)
[সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]

ⓚ ১–১ ● ২–৪
ⓖ ৩–৬ ⓘ ২–৩

২৪. কাঠের বরকগুলো ২–৪ ইঞ্চি পুরব হওয়া উচিত। এর যথার্থ কারণ কোনটি? (উচ্চতর দৰতা)

ⓚ কাপড়ে ছাপ দিতে অসুবিধা হয়
● এরা টেকসই হবে না
ⓖ ডিজাইন আঁকায় অসুবিধা হয়
ⓘ বরক তৈরি ভালো হয় না

২৫. বরকের আকৃতি কিসের ওপর নির্ভর করে? (জ্ঞান)

ⓚ কাপড়ের রং ⓚ কাপড়ের জমিন
● ডিজাইন ⓘ ব্যবহৃত কাঠ

২৬. বরক প্রিন্টে তাৎৰণিক কাজের জন্য কী ব্যবহার করা যায়? (জ্ঞান)

ⓚ কাঠের বরক ⓚ স্কুইজি
ⓖ মেশিন ● টেঁড়শ

২৭. বরকের কাঠ কত ইঞ্চি লম্বা হয়? (জ্ঞান)

ⓚ ৮–১০ ● ১২–১৬
ⓖ ১৬–১৭ ⓘ ১৮–২০

২৮. প্রিন্টিং টেবিল কিরূপ হওয়া প্রয়োজন? (জ্ঞান)
[নরসিংদী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ⓚ হালকা ⓚ নরম
● মজবুত ⓘ মসৃণ

২৯. প্রিন্টিংয়ের সময় কাপড় কীভাবে ছড়াতে হবে? (অনুধাবন)

ⓚ কুঁচকিয়ে ● টানটান করে
ⓖ ঢিলা করে ⓘ এলোমেলো করে

৩০. বরক প্রিন্টিংয়ের সময় কাপড়টি টেবিলের সাথে পিন দিয়ে আটকে দিতে হয় কেন? (অনুধাবন)

ⓚ কাপড়ের ভাঁজ যেন ঠিক থাকে ● কাপড় যেন টান টান থাকে
ⓖ রং যেন ছড়িয়ে না যায় ⓘ রং যেন সমানভাবে লাগে

৩১. বরক ছাপার জন্য কালার ট্রের নিচে কত সেন্টিমিটার পুরবত্বের ফোম বিছিয়ে দিতে হয়? (জ্ঞান)

ⓚ ১–২ ⓚ ২–৩
● ৩–৪ ⓘ ৪–৫

৩২. টুকরো পশমি কাপড় বা চটের ওপর কীভাবে রং ছড়িয়ে দেওয়া হয়? (অনুধাবন)

ⓚ চামচ দিয়ে ⓚ তুলি দিয়ে
● ব্রাশ দিয়ে ⓘ কাঠি দিয়ে

৩৩. রং প্রস্তুতপ্রণালি জানা থাকলে কিরূপ সুবিধা হয়? (অনুধাবন)

ⓚ প্রয়োজনমতো রং ব্যবহার করা যায়
● পছন্দমতো রং তৈরি করা যায়
ⓖ প্রবসিয়ান পেস্ট তৈরিতে সুবিধা হয়
ⓘ বরক প্রিন্ট করা অত্যন্ত সহজ হয়

৩৪. বরক প্রিন্টে প্রুসিয়ান পেস্ট তৈরি করার জন্য প্রবসিয়ান রং কত ভাগ প্রয়োজন? (জ্ঞান)

ⓚ ৪% ● ৬%
ⓖ ৮% ⓘ ১০%

৩৫. প্রবশিয়ান পোস্ট তৈরিতে ইউরিয়া সার কত শতাংশ থাকে? (জ্ঞান)

ⓚ ৪% ● ৩%
ⓖ ২% ⓘ ১%

৩৬. বরক ছাপার জন্য রং প্রস্তুত করতে খাবার সোডা কত ভাগ প্রয়োজন? (জ্ঞান)

● ৩% ⓚ ৬%

ⓖ ৯%　　ⓘ ১২%

৩৭. পেস্ট তৈরির কত ঘণ্টা আগে ফাইন গাম পানিতে মেশাতে হবে? (জ্ঞান)

ⓚ ১০　　ⓛ ১২

ⓖ ১৮　　● ২৪

৩৮. বরক ছাপার জন্য পেস্ট তৈরিতে আধা লিটার পানিতে ১ তোলা কী মেশানো হয়? (অনুধাবন)

ⓚ গলানো গাম　　● ফাইন গাম

ⓖ রেজিস্ট সল্ট　　ⓘ গিরসারিন

৩৯. কত সময় পর্যন্ত প্রবসিয়ান রঙের গুণগত মান বজায় থাকে? (অনুধাবন)

ⓚ ১ ঘণ্টা　　ⓛ ২ ঘণ্টা

ⓖ ৩ ঘণ্টা　　● ৪ ঘণ্টা

৪০. প্রবসিয়ান পেস্ট দিয়ে সাথে সাথে কাজ করতে হয় কেন? (অনুধাবন)

ⓚ পেস্ট কাপড়ের সাথে সহজে মিশে যায়

ⓛ নকশা তৈরির ক্ষেত্রে সুবিধা হয়

ⓖ স্টিম বা ধোলাই করতে সুবিধা হয়

● রঙের গুণগতমান ৪ ঘণ্টা পর নষ্ট হয়ে যায়

৪১. বর্ষাকালে প্রবসিয়ান পেস্ট তৈরি করলে রাকাকে কোনটি ব্যবহার করতে হবে না? (প্রয়োগ)

● ইউরিয়া সার　　ⓛ খাবার সোডা

ⓖ গলানো গাম　　ⓘ গিরসারিন

৪২. কোন রঙের বরক প্রিন্ট করার পর স্টিম ও ধোলাই করতে হয়? (অনুধাবন)

ⓚ ফাইন রঙের　　ⓛ রেজিস্ট রঙের

● প্রবসিয়ান রঙের　　ⓘ ভ্যাট রঙের

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ----------//

৪৩. বরক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঠগুলো হলো– (অনুধাবন)

[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমি অ্যান্ড কলেজ, গাজীপুর]

i. বাবলা

ii. গাব

iii. আম

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii　　ⓛ i ও iii

ⓖ ii ও iii　　ⓘ i, ii ও iii

৪৪. শামীমা বরক প্রিন্টের কাজ করেন। তার ব্যবহারের জন্য সুবিধাজনক হলো– (প্রয়োগ)

i. লোহার টেবিল

ii. সিমেন্টের টেবিল

iii. পাথরের টেবিল

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii　　ⓛ i ও iii

ⓖ ii ও iii　　● i, ii ও iii

৪৫. বরক প্রিন্টে কোরা কাপড় পিন দিয়ে আটকিয়ে দেওয়া হয়– (অনুধাবন)

i. কাপড়ে ভাঁজ সৃষ্টি না হওয়ার জন্য

ii. কাপড় টান টান করার জন্য

iii. কাপড় শক্ত করার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii　　ⓛ i ও iii

ⓖ ii ও iii　　ⓘ i, ii ও iii

৪৬. প্রবসিয়ান রং প্রস্তুত করার জন্য মালিকা যে উপকরণগুলো সমান অনুপাতে ব্যবহার করবে– (প্রয়োগ)

i. ইউরিয়া সার

ii. খাবার সোডা

iii. কাপড় কাচার সোডা

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii　　ⓛ i ও iii

ⓖ ii ও iii　　● i, ii ও iii

৪৭. বরক প্রিন্ট করা হয়ে গেলে কাপড়টি– (অনুধাবন) [শ্রীমঙ্গল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

i. ছায়ায় শুকাতে হবে

ii. কিছুদিন রোদে শুকাতে হবে

iii. ভিজিয়ে রাখতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii　　ⓛ i ও iii

ⓖ ii ও iii　　ⓘ i, ii ও iii

৪৮. প্রবসিয়ান রঙে বরক প্রিন্ট করার পর– (অনুধাবন)

i. স্টিম করতে হয়

ii. ধোলাই করতে হয়

iii. রঙের মিশ্রণে ডুবাতে হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii　　ⓛ i ও iii

ⓖ ii ও iii　　● i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৯ ও ৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

লায়লা বরক প্রিন্টের পোশাক পরিধান করতে পছন্দ করে। তার সংগ্রহে বিভিন্ন ডিজাইনের অনেক বরক আছে। বরক প্রিন্ট করার জন্য সে নিজেই প্রবসিয়ান রং প্রস্তুত করে নেয়।

৪৯. প্রবসিয়ান রঙের পেস্ট তৈরিতে লায়লা কোন উপকরণটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করে? (প্রয়োগ)

ⓚ প্রবসিয়ান রং　　ⓛ গিরসারিন

● গলানো গাম　　ⓘ রেজিস্ট সল্ট

৫০. প্রিন্টিং কাজের গুণগত মান বজায় রাখতে লায়লার যা করণীয়– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. পেস্ট তৈরির সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্টিংয়ের কাজ করা

ii. প্রিন্ট করা হয়ে গেলে ছায়ায় শুকানো

iii. প্রিন্ট করার পর পরই ইস্ত্রি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii　　ⓛ i ও iii

ⓖ ii ও iii　　ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫১ ও ৫২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুমন একটি প্রিন্টিং কারখানায় চাকরি করে। সে কাপড়ের পেস্ট তৈরি করে।

[মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]

৫১. সুমনের কারখানায় যে কাজ করে তা বস্ত্রকে কী করে? (প্রয়োগ)

ⓚ পরিষ্কার　　● আকর্ষণীয়

ⓖ সংকুচিত　　ⓘ নরম

৫২. সুমন কাপড়ের পেস্ট তৈরি করার জন্য ব্যবহার করে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. ইউরিয়া সার

ii. পটাশ সার

iii. খাবার সোডা

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii　　● i ও iii

ⓖ ii ও iii　　ⓘ i, ii ও iii

প্রশ্ন–১ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

তরব কতগুলো কাপড়ে প্রবসিয়ান রঙের বরক প্রিন্ট করেই সাথে সাথে কাপড়গুলো বিক্রির জন্য তারা দোকানে নিয়ে আসে। কিন্তু কাপড়গুলো অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে থাকে।

ক. কারখানায় প্রস্তুতকৃত বস্ত্রকে কী বলে?
খ. বস্ত্র রং করা ও ছাপার মধ্যে পার্থক্য কী?
গ. তরবর কাপড়গুলো অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে থাকার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ব্যবসায় সাফল্যের জন্য তরবকে আরও সচেতন হতে হবে– সপবে যুক্তি দাও।

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কারখানায় প্রস্তুতকৃত বস্ত্রকে গ্রে ফেব্রিক বলে।

খ. বস্ত্র রং করা ও ছাপার মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে রং করা পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ বস্ত্রটিকে ধারাবাহিকভাবে একই বর্ণে একই গাঢ়ত্বে সমভাবে রঞ্জিত করে তোলা হয়। আর ছাপা পদ্ধতিতে বস্ত্রের নির্দিষ্ট স্থানে এক বা একাধিক বর্ণের সমারোহ ঘটিয়ে বস্ত্রটিকে নকশানুযায়ী ফুটিয়ে তোলা হয়। রং করণের ৰেত্রে কম ঘনত্বের, ছাপার ৰেত্রে বেশি ঘনত্বের রং ব্যবহার করা হয়।

গ. তরব কাপড়ে প্রবসিয়ান রং দিয়ে বরক প্রিন্ট করে। এ পদ্ধতিতে রং ভালোভাবে বরক লাগিয়ে কাপড়ের উপর ছাপ দিলেই ছাপা হয়ে যায়। রঙের প্রস্তুত প্রণালি জানা থাকলে নিজের পছন্দমতো রং তৈরি করে ছাপ দেওয়া যায়। তবে প্রিন্ট করার পর প্রবসিয়ান রঙের ৰেত্রে কাপড় স্টিম ও ধোলাই করতে হয়। স্টিমিং এর জন্য একটি হাঁড়িতে পানি ফুটাতে হয়। এরপর চট দিয়ে কাপড়টি ঢেকে হাঁড়ির ওপর একটি চালনি বসিয়ে তার ওপর কাপড়টি রেখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে স্টিমিং করা হয়।

উদ্দীপকের তরব কাপড়ে প্রবসিয়ান রঙের বরক প্রিন্ট করেই সাথে সাথে কাপড়গুলো বিক্রির জন্য তার দোকানে নিয়ে আসে। ফলে কাপড়গুলো ভালোভাবে শুকায় নি এবং কাপড়গুলো স্টিম ও ধোলাই করা হয় নি। যার কারণে কাপড়ের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায় এবং সেগুলো অবিক্রীত অবস্থায় থেকে যায়।

ঘ. কাপড় ব্যবসায়ী তরব সচেতনতার অভাবে ব্যবসায় সাফল্য অর্জন করতে পারছে না। ব্যবসায় সফলতার জন্য প্রয়োজন ব্যবসা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। কিন্তু তরব এ বিষয়ে অনবিজ্ঞ। তিনি কাপড় ব্যবসা করলেও কোন কাপড় কীভাবে রৰণাবেৰণ করতে হবে সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন না। এ কারণেই তিনি প্রবসিয়ান রং দিয়ে বরক করা কাপড়গুলো স্টিম ও ধোলাই না করে সরাসরি দোকানে নিয়ে আসে। ফলে তার কাপড়গুলো অবিক্রিত অবস্থায় দোকানেই রয়ে যায়। কিন্তু যদি তিনি এ বিষয়ে সচেতন থাকতেন তবে কাপড়ে রং করার পর সেগুলো হাঁড়িতে পানি গরম করে চট দিয়ে ঢেকে হাঁড়ির ওপর একটি চালুনি বসিয়ে কাপড়টি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে স্টিমিং করতেন। এতে করে তার রং করা কাপড়গুলো ঠিক থাকত এবং দোকানে অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে থাকত না। তরব যদি ব্যবসার ৰেত্রে আরও একটু সচেতন হন তবেই তিনি তার এসকল ভুল করে ঠিক করতে পারবেন এবং ব্যবসায় সফলতা অর্জন করতে পারবেন বলে আমি মনে করি। তাই বলা যায় ব্যবসায় সাফল্যের জন্য তরবকে আরো সচেতন হতে হবে– মন্তব্যটি যথার্থ।

অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন–২ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রিয়া একটি বিছানার চাদর বরক করার জন্য ধুয়ে ইস্ত্রি করে নিল। এরপর এক গামলা পানিতে রং গুলিয়ে বরকের ছাপ দিল। কিন্তু বরকের ছাপ চাদরে স্পষ্টভাবে লাগল না। রিয়া বিষয়টি তার বান্ধবীকে জানালে সে জানাল বরকের রং এবং রং করার প্রণালি আলাদা। **[পাঠ : ১]**

ক. বস্ত্র ছাপার মূল উপকরণ কী? ১
খ. বস্ত্র ছাপা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রিয়ার বরকের ছাপ কাপড়ে না লাগার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রিয়ার বান্ধবীর উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বস্ত্র ছাপার মূল উপকরণ হলো রং।

খ. বস্ত্র শিল্পে ছাপা ও রংকরণ একটি গুরবত্বপূর্ণ বিষয়। বস্ত্রে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ছাপা ও রংকরণের পর বাজারজাত করা হয়। এতে করে বস্ত্রের আকর্ষণ ৰমতা ও ব্যবহার উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। রবচি প্রকাশের জন্য বস্ত্রের ওপর স্থান বিশেষে বিভিন্ন রং প্রতিফলিত করার প্রণালিকে বস্ত্র ছাপা বলে। এ পদ্ধতিতে কাপড়ের ওপর রং–বেরং এর নকশা তৈরি করে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। বরক, বাটিক, স্ক্রিন, স্টেনসিল, রোলার ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিতে বস্ত্রে ছাপার কাজ করা যেতে পারে।

গ. বস্ত্র শিল্পে প্রিন্টিং বা ছাপা বস্ত্রকে আকর্ষণীয় করার একটি অন্যতম পন্থা। রিয়া বিছানার চাদরে বরকের ছাপ আঁকলেও তা চাদরে স্পষ্টভাবে লাগল না। এর কারণ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো–

ছাপা পদ্ধতি বস্ত্রের নির্দিষ্ট স্থানে এক বা একাধিক বর্ণের সমারোহ ঘটিয়ে বস্ত্রটিকে নকশা অনুযায়ী ফুটিয়ে তোলে। এৰেত্রে বেশি ঘনত্বের রঙের পেস্ট ব্যবহার করা হয়। এই পেস্ট বস্ত্রের উপরিভাগে শুধুমাত্র নকশাযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করা হয়। এরপর দ্রবত শুকিয়ে তাপ বা বাষ্প ব্যবহার করে সেই রংকে বস্ত্রের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট জায়গায় অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বাকি রং ধুয়ে ফেলা হয়। রিয়া ছাপার রং তৈরির ৰেত্রে এক গামলা পানিতে রং গুলিয়েছিল, যা ছাপার রঙের ঘনত্বের চেয়ে পাতলা হয়েছিল। রঙের ঘনত্ব কম হওয়ার কারণে রিয়ার তৈরি রঙের বরকের ছাপ কাপড়ে ঠিকমতো লাগেনি। রিয়া ছাপার রঙের পেস্ট তৈরির প্রণালি না জানার কারণে এমনটি হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, একজন প্রিন্টার তার প্রয়োজন, সামর্থ্য, পরিবেশ, পরিস্থিতি অনুসারে ছাপার পদ্ধতি বেছে নেয়। কিন্তু ছাপার রঙের পেস্ট তৈরির ৰেত্রে সকলকে অবশ্যই এর ঘনত্বের দিকে গুরবত্ব দিতে হবে।

ঘ. বস্ত্র শিল্পে ছাপা ও রংকরণ একটি গুরবত্বপূর্ণ বিষয়। বস্ত্রে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ছাপা ও রংকরণের পর বাজারজাত করা হয়।

উদ্দীপকে রিয়ার বান্ধবীর উক্তিটি ছিল, "বরকের রং এবং রংকরণের প্রাণালি আলাদা।" অর্থাৎ বস্ত্রে প্রিন্টিং বা ছাপা এবং রংকরণের প্রণালি ভিন্ন। রিয়ার বান্ধবীর উক্তিটির যথার্থতা নিচে মূল্যায়ন করা হলো–

বস্ত্র রং করার ৰেত্রে সম্পূর্ণ বস্ত্রটিকে ধারাবাহিকভাবে একই বর্ণে, একই গাঢ়ত্বে সমভাবে রঞ্জিত করে তোলা হয়। আর ছাপার ৰেত্রে বস্ত্রের নির্দিষ্ট স্থানে রং ব্যবহার করে বস্ত্রটিতে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। আবার রংকরণের ৰেত্রে প্রয়োজনীয় মাত্রায় রং নিয়ে, তার সাথে প্রচুর পরিমাণে পানি বা অন্য কোনো দ্রবণ যোগ করা হয়। এৰেত্রে তুলনামূলক কম ঘনত্বের দ্রবণে এবং মোটামুটি অনেক সময় ধরে বস্ত্রকে ডুবিয়ে রাখা হয়। প্রথমদিকে তাপমাত্রা কম থাকলেও পরবর্তীতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করা হয়, যাতে বস্ত্রের সব জায়গায় সমানভাবে রং লাগে। অপর দিকে ছাপার ৰেত্রে বেশি ঘনত্বের রঙের পেস্ট ব্যবহার করা হয় এবং তা শুধু নকশাযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করা হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে যে, বস্ত্র ছাপা ও রং উভয়ৰেত্রে রং ব্যবহার করলেও প্রণালি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই উদ্দীপকে রিয়ার বান্ধবীর উক্তিটি যথার্থই ছিল।

প্রশ্ন–৩ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মিলি স্কুলের ব্যবহারিক ক্লাস থেকে আজ বরকের পেস্ট তৈরি করা শিখে এসেছে। বাড়ির কাজ হিসেবে সে মহা উৎসাহ নিয়ে এখন বরক তৈরির কাজ করছে। তার কাজে তার ছোট বোন পলিও খুব আনন্দ পাচ্ছে।

[পাঠ : ২ ও ৩]

ক. বরক তৈরির জন্য কোন কাঠ নির্বাচন করতে হয়? ১

খ. প্রিন্টিং টেবিল বলতে কী বোঝ? ২

গ. মিলির ব্যবহারিক ক্লাসে শেখা পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিলি বাড়িতে যে কাজ করছে তা বিস্তারিত আলোচনা কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বরক তৈরির জন্য বাবলা, গাব, লিনোলিয়াস (শিরীষ) ইত্যাদি কাঠ নির্বাচন করতে হয়।

খ. বরক করার জন্য যে টেবিল ব্যবহার করা হয় তাকে প্রিন্টিং টেবিল বলে। এজন্য পাথর, সিমেন্ট, লোহা, স্টিল কিংবা ভালো কাঠের তৈরি মজবুত টেবিল ব্যবহার করা হয়।

গ. মিলির ব্যবহারিক ক্লাসে শেখা বিষয়টি হলো বরকের পেস্ট তৈরিকরণ। মিলি স্কুলের ব্যবহারিক ক্লাস থেকে বরকের পেস্ট তৈরি করার যে পদ্ধতিটি শিখে এসেছে তা নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো : বরকের পেস্ট তৈরির ২৪ ঘণ্টা আগেই আধা লিটার পানিতে ১ তোলা ফাইন গাম মিশিয়ে রাখতে হয়। এরপর পরিষ্কার পাত্রে হালকা গরম পানিতে রং গুলে ইউরিয়া সার, খাবার সোডা, কাপড় কাচার সোডা, রেজিস্ট সল্ট রঙের সাথে মিশিয়ে তৈরিকৃত গামের সাথে একত্র করে মিশিয়ে বরকের পেস্ট তৈরি করা হয়। বর্ষাকালে ইউরিয়া সার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না।

ঘ. মিলি বাড়িতে বরক তৈরির কাজ করছে। বরক তৈরির জন্য মিলি ২–৪ ইঞ্চি পুরবত্ব বিশিষ্ট কাঠের বরকগুলো নির্বাচন করছে। বরকের আকৃতি ডিজাইনের ওপর নির্ভর করলেও লম্বায় ১২–২৬ ইঞ্চির বেশি না নেওয়ার দিকে লৰ রেখেছে। মিলি বরক তৈরির জন্য কাঠ নির্বাচনের ৰেত্রে বাবলা, গাব, লিনোলিয়াম ইত্যাদি কোনো একটি কাঠকে বেছে নিয়েছে। তাৎৰণিক কাজের জন্য ঢেঁড়শ, আলু ইত্যাদিও বরক প্রিন্টে ব্যবহার করা যায়। বরক তৈরির জন্য ডিজাইনের যে অংশ কাপড়ের ওপর ফুটিয়ে তুলতে হবে সে অংশ বরকের ওপরে উঁচু করে রেখে বাকি অংশ গভীরভাবে কেটে তুলে ফেলছে। এর ফলে কালার ট্রেতে যখন বরক ডুবিয়ে কাপড়ে ছাপ দেওয়া হবে, তখন কেবল ডিজাইনযুক্ত অংশেরই রং কাপড়ে ফুটে উঠবে। এভাবেই মিলি বাড়িতে বরক তৈরি করছে।

প্রশ্ন–৪ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গাউছিয়া মার্কেটে নাছিমার একটি বরক ডিজাইনের কাপড়ের বিতান আছে। ঈদের বাজারে বিক্রির জন্য তিনি এবার প্রবসিয়ান রঙ ব্যবহার করে বেশ কিছু শাড়ি তৈরি করলেন। নাছিমা রং লাগানোর পরের দিন শাড়িগুলোতে বরকের কাজ করেন। ফলে শাড়িতে প্রিন্টগুলো সুন্দরভাবে ফুটে উঠেনি।এবারে এ শাড়িগুলোর বিক্রিও অনেক কম হয়েছে।

[পাঠ : ২ ও ৩] [রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. বরক ছাপার জন্য কালার ট্রের নিচে কত সে.মি. পুরবত্বের ফোম বিছিয়ে দিতে হয়? ১

খ. বস্ত্র রং করা ও ছাপা কী? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. নাছিমা তার দোকানের শাড়ির জন্য কীভাবে রং প্রস্তুত করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নাছিমার দোকানের কাপড়গুলোর গুণগত মান ভালো হয় নি কেন? বিশেরষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বরক ছাপার জন্য কালার ট্রের নিচে ৩–৪ সে.মি. পুরব ফোমের টুকরা বিছিয়ে দিতে হয়।

খ. বস্ত্রকে আকর্ষণীয় করার অন্যতম পন্থা হলো বস্ত্র অলংকরণ। যা রং করা ও ছাপা উভয় পদ্ধতিতে করা যায়। বস্ত্র রং করা হলো সম্পূর্ণ বস্ত্রটিকে ধারাবাহিকভাবে একই বর্ণে, একই গাঢ়ত্বে সমভাবে রঞ্জিত করে তোলা হয়। আর ছাপা পদ্ধতিতে বস্ত্রের নির্দিষ্ট স্থানে এক বা একাধিক বর্ণের সমারোহ ঘটিয়ে বস্ত্রটিকে নকশানুযায়ী ফুটিয়ে তোলা হয়।

গ. নাছিমা তার দোকানের শাড়ির জন্য প্রবসিয়ান রং প্রস্তুত করেন। নিম্নে প্রবসিয়ান রং এর প্রস্তুত প্রণালি বর্ণনা করা হলো। প্রবসিয়ান রং প্রস্তুতের জন্য যে সকল উপকরণ প্রয়োজন তা হলো–

উপকরণ	শতকরা হিসাব
প্রবসিয়ান রং	৬%
ফুটন্ত গরম পানি	২০%
ইউরিয়া সার	৩%
খাবার সোডা	৩%
কাপড় কাচার সোডা	৩%
গলানো গাম	৬২%
রেজিস্ট সল্ট	১%
গিরসারিন	২%

ঘ. নাছিমা তার দোকানে ঈদ উপলক্ষে প্রবসিয়ান রং ব্যবহার করে কিছু শাড়ি প্রস্তুত করেন। তিনি রং ব্যবহারের পরের দিন শাড়িগুলোতে বরকের কাজ করেন। কিন্তু শাড়িতে প্রিন্টগুলো ভালোভাবে ফুটে উঠেনি। কারণ, রং করার পর কাপড় ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হতো। রং ভালোভাবে শুকিয়ে না নেওয়ায় বরকগুলোর রং ভালোভাবে শাড়িতে ফুটে উঠে নি। এতে করে শাড়িগুলোর নকশা আকর্ষণীয় হয় নি ও কাপড়ের গুণগত মান ভালো হয় নি। তিনি যদি রং করার পর তা কিছুদিন ছায়ায় ও কিছুদিন রোদে শুকিয়ে নিতেন তবে কাপড়ের রং ভালোভাবে শুকিয়ে যেত। ফলে পরবর্তীতে বরকের নকশাটিও ভালোভাবে ফুটে উঠত। যেহেতু তিনি এ পদ্ধতিতে কাপড়ের রং ও বরকের কাজ করেন নি তাই তার কাপড়ের গুণগত মান ভালো হয় নি।

প্রশ্ন–৫ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হালিমা বরক প্রিন্টের পোশাক পরতে পছন্দ করে বলে তার বড় বোন তার পোশাকে বরক প্রিন্ট করে দিত। একদিন সে তার বড় বোনের কাছে বরক প্রিন্ট করার পদ্ধতি জানার জন্য বায়না করলে তিনি তাকে বরক তৈরির পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। তিনি হালিমাকে প্রবসিয়ান পেস্ট তৈরির জন্য উপকরণ ও তার শতকরা হিসাব বুঝিয়ে দেন এবং রঙের প্রস্তুত প্রণালি অনুযায়ী প্রবসিয়ান পেস্ট তৈরি করে কাপড়ে বরক প্রিন্ট করে দেখান।

[পাঠ : ২ ও ৩]

ক. বস্ত্র ছাপার ইতিহাসে সর্বপ্রথম কোন কৌশলটি অবলম্বন করা হয়েছিল? ১

খ. বস্ত্রকে আকর্ষণীয় করার উপায় বর্ণনা কর। ২

গ. বড় বোনের কাছ থেকে হালিমার শেখা পদ্ধতিটির ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. হালিমার বড় বোন কীভাবে হাতে বরক প্রিন্ট করে দেখান? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বস্ত্র ছাপার ইতিহাসে সর্বপ্রথম বরক কৌশলটি অবলম্বন করা হয়েছিল।

খ. বস্ত্রকে আকর্ষণীয় করার অন্যতম উপায় হলো বস্ত্রকে রং করা। বস্ত্রকে প্রিন্টিং বা ছাপার মাধ্যমে বিভিন্ন ডিজাইন করে একে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। একজন প্রিন্টার তার প্রয়োজন, সামর্থ্য, পরিবেশ, পরিস্থিতি অনুসারে ছাপার নির্দিষ্ট পদ্ধতি বেছে নিয়ে কাপড়কে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন।

গ. বড় বোনের কাছ থেকে হালিমার শেখা পদ্ধতিটি হলো বরক প্রিন্ট করার পদ্ধতি। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো :

বরক প্রিন্টে ব্যবহৃত কাঠের বরকগুলো ২–৪ ইঞ্চি বা ৫.০৮–১০.১৬ সে.মি. পুরু হওয়া উচিত। নতুবা এগুলো টেকসই হবে না। বরকের আকৃতি যদিও ডিজাইনের ওপর নির্ভর করবে, তবে লম্বায় ১২–১৬ ইঞ্চি বা ৩০.৪৮–৪০.৬৪ সে. মি. বেশি না হওয়াই ভালো। বরক তৈরির জন্য কাঠ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাবলা, গাব, লিনোলিয়াম (শিরীষ) ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। আলু, ঢেঁড়শ ইত্যাদিও বরক প্রিন্টে তাৎক্ষণিক কাজের জন্য ব্যবহার করা যায়।

ডিজাইনের যে অংশ কাপড়ের ওপর ফুটিয়ে তুলতে হবে, সে অংশ বরকের ওপরে উঁচু করে রেখে বাকি অংশ গভীরভাবে কেটে তুলতে ফেলতে হবে। এর ফলে কালার ট্রেতে যখন বরক ডুবিয়ে কাপড়ে ছাপ দেওয়া হবে, তখন কেবল ডিজাইনযুক্ত অংশেরই রং কাপড়ে ফুটে উঠবে। একই কাপড়ের ওপর একাধিক রঙের ডিজাইন ছাপানো যায়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক রঙের জন্য নির্দিষ্ট বরকের কাজ শেষ করার পর দ্বিতীয় বরকের কাজ শুরু করতে হবে।

ঘ. হালিমার বড় বোন যেভাবে হালিমাকে বরক প্রিন্ট করে দেখান তা নিচে লেখা হলো–

বরক প্রিন্টিংয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতকৃত রং বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, যা বরকে ভালোভাবে লাগিয়ে কাপড়ের ওপর ছাপ দিলেই ছাপা হয়ে যায়। তবে রঙের প্রস্তুত প্রণালি জানা থাকলে নিজের পছন্দমতো রং তৈরি করে কাপড়ে ছাপ দেওয়া যায়।

পেস্টের উপকরণ ও শতকরা হিসাব	
প্রবসিয়ান রং	৬%
ফুটন্ত গরম পানি	২০%
ইউরিয়া সার	৩%
খাবার সোডা	৩%
কাপড় কাচার সোডা	৩%
গলানো গাম	৬২%
রেজিস্ট সল্ট	১%
গিরসারিন	২%

পেস্ট তৈরি– পেস্ট তৈরির ২৪ ঘণ্টা আগেই আধা লিটার পানিতে ১ তোলা ফাইন গাম মিশিয়ে রাখতে হয়। এরপর পরিষ্কার পাত্রে হালকা গরম পানিতে রং গুলে ইউরিয়া সার, খাবার সোডা, কাপড় কাচার সোডা, রেজিস্ট সল্ট রঙের সাথে মিশিয়ে তৈরিকৃত গামের সাথে একত্র করে মেশাতে হবে (বর্ষাকালে ইউরিয়া সার ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই)।

প্রিন্টিং পদ্ধতি– পেস্ট তৈরি হয়ে গেলে ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে গিরসারিন মিশিয়ে কাপড় প্রিন্ট করতে হবে। এই পেস্ট দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কাজ করাই উত্তম। কেননা ৪ ঘণ্টা পর এর গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায়। প্রিন্ট করা হয়ে গেলে ছায়ায় এবং কিছুদিন রোদে শুকাতে হবে। প্রবসিয়ান রঙে বরক প্রিন্ট করার পর স্টিম ও ধোলাই করতে হয়।

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন–৬ ▸ লতা ও পাতা দুই বান্ধবী। দুজন তাদের এলাকার একটি যুব উন্নয়ন কেন্দ্রে বস্ত্রের ছাপ ও রং সম্পর্কে জানতে যায়। তারা বস্ত্রের ওপর ছাপার কতকগুলো পদ্ধতি দেখে। তারা লক্ষ করে যে, রঙের সাহায্যে একটি সাধারণ বস্ত্রকে কীভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। ফলে তারা যুব উন্নয়ন কেন্দ্রে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। **[পাঠ : ১]** [যশোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. কোন সবজি দিয়ে বরক প্রিন্ট করা যায়? ১

খ. প্রবসিয়ান রং কীভাবে প্রস্তুত করা যায়? ২

গ. উদ্দীপকে উলিরখিত লতা ও পাতার প্রশিৰণ গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ করা কোন বিষয়টির নির্দেশ করে? ৩

ঘ. রঙের সাহায্যে একটি সাধারণ পোশাককে অসাধারণ করে তোলা যায়। এৰেত্রে তোমার মতামত কী? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

প্রশ্ন–৭ ▸ জলি একটি দোকানে দেখল একজন লোক কাঠের টেবিলের উপর কাপড় রেখে কঠোর খণ্ডে রং লাগিয়ে কাপড়ে নকশা করছে। জলি তার কাছে গিয়ে রং সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন এটি প্রবসিয়ান রং। এর সহায্যে কাপড় নকশা করা যায়। **[পাঠ : ২]**

ক. তাৎৰণিক বরক প্রিন্টে কী ব্যবহার করা যায়? ১

খ. আমাদের কুটির শিল্পে কিসের জনপ্রিয়তা বেশি? ২

গ. দোকানী যে রং সম্পর্কে বলল তার উপকরণ সম্পর্কে লেখ। ৩

ঘ. দোকানী যে পদ্ধতিতে কাপড়ে রং করছিল তার বিস্তারিত বিবরণ দাও। ৪

প্রশ্ন–৮ ▸ নাঈমা আপা নবম শ্রেণির গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের শিৰিকা। তিনি তার শিৰার্থীদের বস্ত্রের ছাপ ও রং অধ্যায় পড়াচ্ছেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন পদ্ধতিতে বস্ত্রে বিভিন্ন নকশা ছাপা ও রঙের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা যায়। ফলে একটি সাধারণ ও পোশাককেও অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। তাছাড়া বস্ত্র ছাপা ও রংকরণের ৰেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। তাই এ বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণা থাকা উচিত। **[পাঠ : ১]**

ক. বরক প্রিন্টে তাৎৰণিক কাজের জন্য কী ব্যবহার করা যায়? ১

খ. বস্ত্রের আকর্ষণ ৰমতা ও ব্যবহার উপযোগিতা কীভাবে বাড়ানো যায়? ২

গ. উদ্দীপকে উলিরখিত বিভিন্ন রং সম্পর্কে পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বস্ত্র ছাপা ও রংকরণের ৰেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। –কথাটি বিশেরষণ কর। ৪

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর

◘ জ্ঞানমূলক ---------- //

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ বস্ত্রশিল্পে গুরবত্বপূর্ণ অধ্যায় কোনটি?

উত্তর : বস্ত্রশিল্পে প্রিন্টিং বা ছাপা একটি গুরবত্বপূর্ণ অধ্যায়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ বস্ত্রকে আকর্ষণীয় করার অন্যতম পন্থা কোনটি?

উত্তর : বস্ত্রকে আকর্ষণীয় করার অন্যতম পন্থা হলো প্রিন্টিং বা ছাপা।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ বস্ত্র ছাপা ও রংকরণের মূল উপকরণ কী?

উত্তর : বস্ত্র ছাপা ও রংকরণের মূল উপকরণ হলো রং।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ বরক প্রিন্টিংয়ের জন্য কিরূ প টেবিল হলে সুবিধা হয়?

উত্তর : বরক প্রিন্টিংয়ের জন্য পাথর, সিমেন্ট, লোহা, স্টিল কিংবা ভালো কাঠের তৈরি মজবুত টেবিল হলে সুবিধা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ বর্ষকালে প্রুসিয়ান পেস্ট তৈরিতে কোনটি ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই?

উত্তর : বর্ষাকালে প্রবসিয়ান পেস্ট তৈরিতে ইউরিয়া সার ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ আমাদের কুটির শিল্পে কিসের জনপ্রিয়তা বেশি?

উত্তর : আমাদের কুটির শিল্পে বরকের জনপ্রিয়তা বেশি।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ বরকের আকৃতি কিসের ওপর নির্ভর করে?

উত্তর : বরকের আকৃতি ডিজাইনের ওপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ বরকের দৈর্ঘ্য কত ইঞ্চির বেশি না হওয়া ভালো?

উত্তর : বরকের দৈর্ঘ্য ১২–১৬ ইঞ্চি না হওয়া ভালো।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ বরকের রঙের গুণগত মান কত সময় পর নষ্ট হয়?

উত্তর : বরকের রঙের গুণগত মান ৪ ঘণ্টা পর নষ্ট হয়।

◘ অনুধাবনমূলক ---------- //

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ প্রিন্টার প্রিন্টিংয়ের ৰেত্রে নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্বাচন করেন কেন?

উত্তর : প্রিন্টার কোন পদ্ধতিতে তার বস্ত্রটি প্রিন্টিং করবে তা তার সামর্থ্য, চাহিদা, প্রয়োজন, পরিবেশ, পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। তাই এসব বিষয়ের ওপর লৰ রেখে নির্দিষ্ট পদ্ধতিটি তিনি বেছে নেন।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ বরক তৈরি সম্পর্কে কী জান তা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বরক প্রিন্টে ব্যবহৃত কাঠের বরকগুলো ২ থেকে ৪ ইঞ্চি বা ৫.০৮ থেকে ১০.১৬ সেন্টিমিটার পুরব হওয়া উচিত। নতুবা তা টেকসই হবে না। বরকের আকৃতি যদিও ডিজাইনের ওপর নির্ভর করে তবে লম্বায় ১২ থেকে ১৬ ইঞ্চি বা ৩০.৪৮ থেকে ৪০.৬৪ সেন্টিমিটারের বেশি না হওয়াই ভালো। বরক তৈরির জন্য কাঠ নির্বাচনের ৰেত্রে বাবলা, গাব, লিনোলিয়াম ইত্যাদিকে গুরবত্ব দেওয়া হয়। আলু, ঢেঁড়স ইত্যাদিও বরক প্রিন্টে তাৎৰণিক কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়।